যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২২৬

১/ বিবিধ

আরবী

حب الدنيا رأس كل خطيئة

موضوع

قال في " المقاصد ": " رواه البيهقي في " الشعب " بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا

قلت: والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، لا سيما إذا كان مرسله الحسن البصري

قال الدارقطني: مراسيله فيها ضعف

والحديث رواه عبد الله بن أحمد في " الزهد " (ص 92) : من طريقين عن عيسى عليه السلام من قوله وهو الأشبه على إعضال الطريقين. والله أعلم

ورواه ابن عساكر (7/98/1) من قول سعد بن مسعود الصيرفي وذكر أنه تابعي وأنه كان رجلا صالحا

وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " دون " الكبير " من رواية البيهقي فقط.

قلت: والظاهر من ها التخريج أن مخرجه البيهقي سكت عليه، وليس كذلك فقد قال المناوي متعقبا على السيوطي: ثم قال: أعني البيهقي: " ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم

قال الحافظ العراقي: " ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح " ومثل به في شرح الألفية للموضوع من كلام الحكماء، وقال: هو من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا، أومن كلام عيسى عليه السلام كما رواه البيهقي في " الزهد " وأبو نعيم

في " الحلية ". وعده ابن الجوزي في " الموضوعات ". ز تعقبه الحافظ ابن حجر بأن ابن المديني أثنى على مراسيل الحسن، والإسناد إليه حسن، وأورده الديلمي من حديث علي ويبض لسنده
وقال في " التيسير ": وقال المؤلف (يعني السيوطي) : في " فتاويه ": رفعه وهم، بل عده الحفاظ موضوعا
وقال ابن تيمية في " الفتاوى " (2/196) : هذا معروف عن جندب بن عبد الله البجلي، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم
فليس له إسناد معروف " وذكر نحوه في " مجموع الفتاوى " (11/907) وزاد: ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام. وأكثر ما يغلوفي هذا اللفظ المتفلسفة ومن حذا حذوهم من الصوفية على أصلهم في تعلق النفس، إلى أمور ليس هذا موضع بسطها

বাংলা

১২২৬। দুনিয়ার ভালোবাসা প্রতিটি ভুলের মূল।

হাদীসটি বানোয়াট।

"মাকাসিদুল হাসানাহ" গ্রন্থে এসেছেঃ হাদীসটি বাইহাকী "শু’য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে হাসান বাসরী পর্যন্ত হাসান (ভাল) সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মুরসাল হাদীস দুর্বল হাদীসের প্রকারভুক্ত। বিশেষ করে যদি হাসান বাসরী হতে মুরসাল হাদীস বর্ণিত হয়ে থাকে। দারাকুতনী বলেনঃ হাসান বাসরীর মুরসাল হাদীস সমূহের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ "আয-যুহদ" গ্রন্থে (পৃঃ ৯২) দুটি সূত্রে ঈসা (আঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু আসাকির (৭/৯৮/১) সা’দ ইবনু মাসউদ সাইরাফীর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করে তাকে একজন তাবেঈ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আল-জামেউস সাগীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র বাইহাকীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ উপরের আলোচনার বাহ্যিকতা বুঝায় যে, বাইহাকী হাদীসটি বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। আসলে তা নয়, মানবী সুয়ুতীর সমালোচনা করে বলেছেনঃ বাইহকী বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস থেকে এর কোন ভিত্তি নেই। হাফিয ইরাকী বলেনঃ তাদের নিকট হাসান বাসরীর মুরসালগুলো

বাতাসের ন্যায়। তিনি বলেনঃ এটি মালেক ইবনু দীনারের উক্তি যেমনটি ইবনু আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন অথবা ঈসা (আঃ)-এর কথা যেমনটি বাইহাকী “আযযুহদ” গ্রন্থে এবং আবু নুয়াইম "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে বলেছেন। আর ইবনুল জাওযী এটিকে বানোয়াট হাদীসের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, ইবনুল মাদীনী হাসান বাসরীর মুরসালগুলোর প্রশংসা করেছেন, আর তার নিকট পর্যন্ত সনদ হাসান (ভাল)। দায়লামী আলী (রাঃ)-এর হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মানবী “আততায়সীর” গ্রন্থে বলেনঃ সুয়ূতী তার “ফাতাওয়া” গ্রন্থে বলেছেনঃ হাদীসটিকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করা ধারণা মাত্র। বরং হাদীসটিকে হাফিযগণ মওযু (বানোয়াট) হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/১৯৬) বলেনঃ এ উক্তিটি জুনদুব ইবনু আদিল্লাহ বাজালী হতে পরিচিতি লাভ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর কোন পরিচিত সনদ নেই। তিনি অনুরূপভাবে তার "মাজমুউ ফাতাওয়া" গ্রন্থে (১১/৯০৭) উল্লেখ করে বলেছেনঃ ঈসা ইবনু মারইয়াম হতে (এরূপ) উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সাধারণত এরূপ কথা দার্শনিক এবং তাদের ন্যায় সূফীরা বাড়াবাড়ি করে বলে থাকে ...।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72105

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন